মেহগনির ডগা ছিদ্রকারী পোকার আক্রমণ ও তার নিয়ন্ত্রণ

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়

বাংলাদেশ বন গবেষণা ইনস্টিটিউট

ষোলশহর, চট্টগ্রাম

মেহগনি একটি মূল্যবান কাঠের বৃক্ষ। নির্মাণ সামগ্রী ও আসবাবপত্র তৈরিতে এ গাছের কাঠ খুবই সমাদৃত। দেশে বনজ সম্পদ বৃদ্ধি ও কাষ্ঠ সামগ্রীর উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে গত দু' তিন দশক ধরে বৃক্ষ রোপণ ও বনায়ন কর্মসূচি বৃদ্ধি পেয়েছে। সরকারী, বেসরকারী ও ব্যক্তি মালিকানায় ব্যাপক বৃক্ষ রোপণ করা হচ্ছে। বনাঞ্চল ছাড়াও মহাসড়ক, রেলপথ, নদীর পাড়, বাড়ির আঙ্গিনায়, এমন কি কৃষি জমিতেও মেহগনি চারা রোপণ করা হচ্ছে। বনায়ন ও বৃক্ষ রোপণ কর্মসূচিতে সবচেয়ে বেশী লাগানো হচ্ছে মেহগনি। মেহগনি গাছের ডগা এক ধরনের পোকার আক্রমণে শুকিয়ে মরে যায়। এ পোকা মেহগনির ডগা ছিদ্রকারী পোকা বলে পরিচিত।

ক্ষতির ধরণ

- প্রথম দফায় শুককীট ডগায় ছিদ্র করে প্রবেশ করে এবং কান্ডে লম্বালম্বি সুড়ঙ্গ তৈরি করে কান্ডের শাঁস খায়। কান্ডে ৬০ সে.মি.পর্যন্ত দীর্ঘ সুড়ঙ্গের সৃষ্টি হয়।

- চারা গাছের ডগা শুকিয়ে মরে যায়।
- কখনও কখনও ফুলের বোঁটা, পুষ্পমঞ্জুরী ও ফলের ভিতরের শাস খেয়ে ফেলে।
- ডগার ছিদ্র মুখে পোকার বিষ্ঠা ও আঠালো রস লেগে থাকে।
- মূল ডগা আক্রান্ত হয়ে মরে গেলে নীচের অংশ থেকে অনেকগুলো শাখা-প্রশাখা গজায়। এতে কাঙ্খিত উৎপাদন পাওয়া সম্ভব হয় না।
- ঘন ঘন আক্রমণের ফলে গাছ মরে যায় অথবা গাছের বৃদ্ধি বন্ধ হয়ে যায়, এমনকি সম্পূর্ণ বাগান বিনষ্ট হতে পারে।

পোকার পরিচিতি

বাংলা নাম : মেহগনির ডগা ছিদ্রকারী পোকা
ইংরেজী নাম : Mahogany shoot borer
বৈজ্ঞানিক নাম: *Hypsipyla robusta* Moore

মেহগনির ডগা ছিদ্রকারী পোকা এক ধরনের মাঝারি আকৃতির ধূসর রঙের মথ। পূর্ণাঙ্গ পোকার দৈর্ঘ্য প্রায়

১ সে.মি.। পোকা সাধারণত: রাতে চলাফেরা করে। পূর্ণাঙ্গ স্ত্রী পোকার পাখার বিস্তৃতি ২৮-৪২ মি.মি. এবং পুরুষ পোকার ২৬-৩২ মি.মি. । পূর্ণাঙ্গ পোকা ১০-১২ দিন বাঁচে। একটি পূর্ণাঙ্গ স্ত্রী পোকা কচি পাতায় কুঁড়ি অবস্থায় প্রায় ৪০০-৬০০টি ডিম পাড়ে। ৪-৫ দিনের মধ্যে ডিম হতে কীড়া বের হয়। এদেরকে শুককীট বলা হয়। শুককীটগুলো চারটি ধাপে বড় হয়ে ৪৫-৫০দিনে মুককীটে পরিণত হয় এবং পরবর্তীতে মুককীট হতে ১০-১৫ দিনে পূর্ণাঙ্গ মথ বের হয়। ডিম থেকে পূর্ণাঙ্গ পোকা হতে প্রায় ২ মাস সময় লাগে। ফলে বছরে পোকার ৫-৬টি প্রজন্মের সৃষ্টি হয়

আক্রমণের সময়

- সাধারণত বসন্তকালের শেষে গ্রীষ্মের শুরুতে গাছে যখন নতুন ডগা গজায় তখন পোকার আক্রমণ শুরু হয়।
- আমাদের দেশে বৈশাখ মাসে (মে মাস) পোকার আক্রমণ শুরু হয় এবং আশ্বিন (সেপ্টেম্বর) মাস পর্যন্ত চলতে থাকে।

- ২ থেকে ৩ বছর বয়সের চারায় সবচেয়ে বেশি পোকার আক্রমণ হয় তবে ৭ বছর বয়স্ক গাছেও আক্রমণ হতে পারে। উন্মুক্ত ও রৌদ্রোজ্জ্বল স্থানে চারা লাগালে ডগা ছিদ্রকারী পোকার আক্রমণ বেশি দেখা যায়।

নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা

ক) প্রতিরোধ ব্যবস্থা

আমরা জানি, প্রতিকারের চেয়ে পোকা আক্রমণ প্রতিরোধই উত্তম। সাধারণত কিছু ব্যবস্থা গ্রহণ করলে সহজেই পোকার আক্রমণ প্রতিরোধ করা যায়, যেমনঃ

- সুস্থ সবল মাতৃবৃক্ষ হতে বীজ সংগ্রহ করে চারা উত্তোলন করে বাগান করতে হবে।
- বাগান নিয়মিত পর্যবেক্ষণ করতে হবে, যাতে আক্রমণের প্রাথমিক পর্যায়ে পোকা নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা নেওয়া যায়।
- চারা রোপণের পূর্বে পরিমানতম গর্ত করে সুষম জৈব ও রাসায়নিক সার মিশিয়ে চারা রোপণ করতে হবে।
- আংশিক বা পার্শ্ব ছায়াযুক্ত স্থানে মেহগনির বাগান করলে পোকার আক্রমণ কম হয়।
- উন্মুক্ত ও রৌদ্রোজ্জ্বল স্থানে মেহগনি চারা না লাগানো ভাল। যদি লাগাতে হয় সে ক্ষেত্রে দ্রুত বর্ধনশীল গাছ যেমন ইপিল-ইপিল, মিনজিরি, কড়ই ইত্যাদি গাছের সাথে মেহগনির মিশ্র বাগান করা

যেতে পারে। এতে মেহগনি গাছে আংশিক ছায়া হবে, ফলে পোকা আক্রমণ কম হবে।

- বাগান করার সময় তুন, চিকরাশি ইত্যাদি জাতীয় কোন চারা মেহগনির সাথে একত্রে লাগানো যাবে না।
- বাগান পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে, এতে পোকার আক্রমণ কম হবে।

(খ) প্রতিকার ব্যবস্থা

- পোকা আক্রমণ দেখামাত্র আক্রান্ত ডগা পোকাসহ কেটে মাটিতে পুতে ফেলতে হবে অথবা আক্রান্ত ডগা ধারালো ছুরি বা ব্লেড দিয়ে কেটে পোকা মেরে ফেলতে হবে।
- আক্রান্ত ডগা আঙ্গুল দিয়ে টিপে টিপে পোকার অবস্থান নির্ণয় করে সুঁচ ফুটিয়ে পোকার শুককীট খুঁচিয়ে মেরে ফেলতে হবে।
- পোকায় আক্রান্ত বাগানে প্রতি গাছে ৬-১০ গ্রাম কার্বোফুরান-৩জি (ফুরাডান, সানফুরান, ব্রিফার ইত্যাদি) দানাদার অন্তর্বাহী কীটনাশক গাছের গোড়ায় ২০ সে.মি. ব্যাসের মধ্যে মাটিতে ছিটিয়ে মিশাতে হবে এবং পর্যাপ্ত পানি দিতে হবে, যাতে ঔষধ গাছের শিকড়ে পৌঁছায়। নার্সারিতে প্রতি শতক জমিতে ৪০-৫০ গ্রাম ঔষধ ছিটালে উপকার পাওয়া যায়।

সব ধরণের কীটনাশকই মাছ, পশু-পাখি ও মানুষের জন্য ক্ষতিকর, তাই কীটনাশক প্রয়োগের সময় সাবধানতা অবলম্বন করা জরুরী।